উৎসর্গ।

পূজনীয়

শ্রীকুমারেশ শিকদার

দাদা মহাশয়ের

চরণ কমলে।
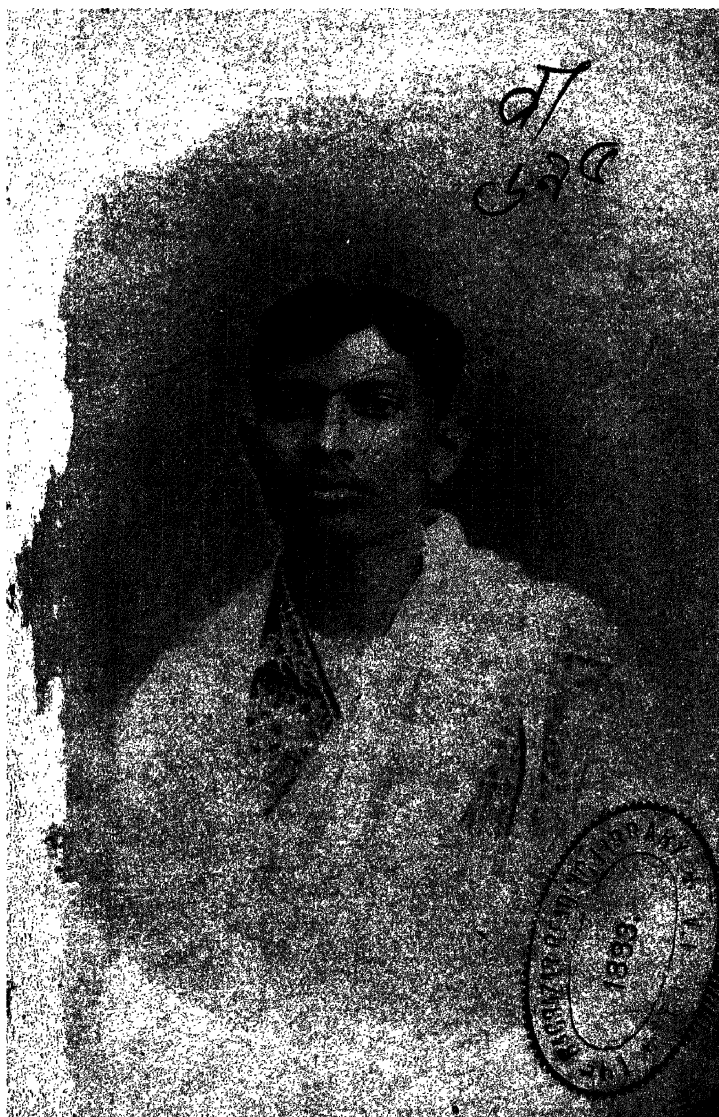
এই নাটকের প্রুফ সাবধানে দেখা হইলেও কতিপয় বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গেল। আশা করি, পাঠক-পাঠিকাগণ অনায়াসে সংশোধন করিয়া লইবেন।

আবাইপুর,
১৩২১।
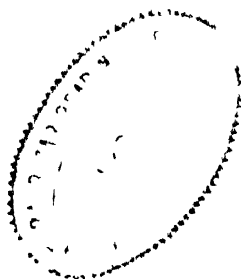
শ্রীঅমরেশ শিকদার।

রঙ্গোক্ত পাত্র-পাত্রীর পরিচয়।

পাত্র।

বিভাস চন্দ্র ঘোষ	...	উকিল।
দেবেন্দ্র নাথ মিত্র	...	বিভাসের বন্ধু।
ধরণী	...	দেবেনের বাল্য বন্ধু।
শরৎ	...	ঐ
সতীশ	...	ঐ
নেপাল	...	জনৈক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী।
শশী	...	নেপালের পুত্র।
বাঞ্ছারাম বিদ্যাচুঞ্চু	...	কোন স্কুলের ও শশীর গৃহ পণ্ডিত।

কোরাস্ ও বালকগণ।

পাত্রী।

ঊর্ম্মিকা	...	বিভাসের স্ত্রী।
নির্ম্মলা	...	দেবেনের স্ত্রী।
কিষ্টি	...	প্রতিবেশিনী।
রাধু	...	ঐ
কাত্যায়নী	...	বাঞ্ছারামের স্ত্রী।
মিসেস্ বিভাবরী গড়াই	...	বিভীষিকা পত্রিকার সম্পাদিকা।

বিধু ঝি ও রমণীগণ।

অল্প-বিস্তর।

ব্যঙ্গ-নাট্য।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ঊর্ম্মিকার পাঠ-কক্ষ।

(বিভিন্ন চেয়ারে ঊর্ম্মিকা ও নির্ম্মলা উপবিষ্ট।)

নির্ম্মলা।—তা আমার ওপর এত জরুরি তলব কি জন্যে!

ঊর্ম্মিকা।—এই মনে করিচি যে, এবার তোমার ওখানেই মিটীং (meeting) বসাব।

কারণ আমার বাড়ীর আশপাশে যারা আছে, তাদের এক—একখানা করে ইন্‌ভিটেসান্ কার্ড (invitation card) দিলে, যেখানেই মিটিং হোক্ না কেন, আস্‌বেই আসবে। আর তোমার বাড়ীর কাছাকাছি সব স্ত্রীরাই অশিক্ষিতা—ইল্‌লিটারেট্! তাদের কার্ড দিলেই মনে ভাবে, যে, খানা খাবার নেমন্তন্ন করে জাত মারবার চেষ্টা! সে জন্য দেখা যাক্ এবার তোমাদের ওখানে meeting করে কত লোক জমে!

নির্ম্মলা।—এবার মিটীংএর দিন কবে ঠিক্ কর্লে?

ঊর্ম্মিকা।—কাল!

নির্ম্মলা।—তার কার্ড ফার্ড ছাপিয়েছ?

ঊর্ম্মিকা।—না, এদ্দিন মিটিং ক'রবার জায়গা ঠিক্ কর্‌তে পারিনি ব'লে card ছাপাতে দিই নি! এখন ঠিক্ হ'ল—এবার ছাপাতে দোবো!

নিৰ্ম্মলা।—তা যাই কর, এবারকার মিটিংএতে তোমাকে প্রেসিডেণ্ট্ হ'তে হবে!

উৰ্ম্মিকা।—সে কথা পরে হ'বে।

নিৰ্ম্মলা।—পরে হ'বে বলে ঠেলে ফেলে রাখ্‌লে চল্‌বে না—হ'তেই হ'বে! তা যাক্, এখন কি সাব্‌জেক্ট্ নিয়ে লেক্‌চার দেবে মনে করেচ?

উৰ্ম্মিকা।—এখনো ঠিক করিনি! তুমি না হয় একটা ঠিক্ করে দাও না।

নিৰ্ম্মলা।—আমি বল্‌চি কি, এবার মিটিংএ "স্ত্রী শিক্ষার সৌন্দর্য্য" নিয়ে আলোচনা করা যাক্!

উৰ্ম্মিকা।—তা বেশ, মন্দ হবে না!

নিৰ্ম্মলা।—মন্দ হবে না তা বেশ জানি! এখন একটু ভেতরকার খবর নেওয়া যাক্! তা তোমার বিভাস বাবু কেমন আছেন?

উৰ্ম্মিকা।—তার কথা বল্‌চ?—সে ভাই একটা আস্ত পাগল!

নির্ম্মলা।—কেন? কি করেছেন তিনি?

উর্ম্মিকা।—তেমন আর কিছু করেনি বটে, তবে দুই একখানা যদি ইংরিজী বইয়ের জন্যে ফরমাজ্ ধরি, তা কিছুতেই কিনে দেবে না! বলে, "ইংরিজী পড়ে কি হবে, বাংলা পড়, বাংলা পড়।" আবার আমি যে দু-একখানা কিনেছিলুম—তাও কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। এত বল্লুম্—কিছুতেই ফিরিয়ে দিলে না!

নির্ম্মলা।—কেন? তিনি ত বড় ভাল লোক—বিনয়ী! এ রকম ক'রবার মানে?

উর্ম্মিকা।—আমার ভাই যদ্দূর বিশ্বাস, তাতে বোধ হয় ও ইংরিজী ভাল জানে না! কেননা, মধ্যে আমি একটি ইংরিজী কথার মানে জিজ্ঞেস্ করি, তা তার মানে বল্‌তে না পেরে, কাজ আছে বলে সরে পড়্‌ল! আমি তত তলিয়ে না বুঝে, আবার তার

পরের দিন জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম্! সে দিন বেগতিক দেখে বল্লে যে,—"দেখ, তোমরা ইংরিজী পড়ো না—ইংরিজী পড়ো না! ও পড়্‌লে মাথা ঠিক্ রাখ্‌তে পার্‌বে না—বিগ্‌ড়ে যাবে!" এই বলা কি না, আর আমার হাত থেকে বইখানা নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেওয়া!

নির্ম্মলা।—বাংলা পড়্‌লে রাগ করেন?

ঊর্ম্মিকা।—না ভাই, বাংলা পড়্‌লে কান-পেতে শোনে! তা ছাড়া দেখেছ ত আমি বাংলা গান শেখ্‌বার জন্যে একটা মিউজিক্ মাষ্টার (music master) রেখে দিইচি—কৈ ও ত তাতে কিছু বলে না।

নির্ম্মলা।—তবে বোধ হয় উনি ভাল ইংরিজী জানেন না! (কিঞ্চিৎ থামিয়া) কিন্তু ইংরিজী না জান্‌লে প্লিডারি করেন কেমন করে—আর বিশেষ একজন ফেমাস্ (famous) প্লিডার!

উর্ম্মিকা।—প্লিডারি করা ত ভারি কঠিন! দু'চারটী ইংরিজী কথা শুধু জান্‌লেই হ'ল! আর এ যে কোর্টে (court) ইংরিজীতেই প্রাক্‌টিস্ (practice) করে—তারই বা মানে কি? যেথানে ইংরিজী বল্‌তে বেধে যায় সেথানে বোধ হয় মক্কেলের সঙ্গে চুঁপি চুঁপি বাংলা বলে!

নির্ম্মলা।—কি করে বল্‌ব বল! তা যাক্—কাল যে মিটিং হবে তাতে গান টান হবে কি?

উর্ম্মিকা।—গান টান না হ'লে কি আর আসর জম্‌বে!

নির্ম্মলা।—সে গান ত তৈরি কর্‌তে হবে?

উর্ম্মিকা।—তুমি একটা তৈরি করে দাও না!

নির্ম্মলা।—না ভাই! গান কবিতা লেখা—ও আমার দ্বারা হবে না! বরং তুমি একটা

তৈরি কর! অনেক মাসিক সাহিত্যে লিখে লিখে তোমার অভ্যাস হয়ে গেছে। আমার ভাই, ও সব চর্চ্চা ফর্চ্চা নেই!

উর্ম্মিকা।—তা না হয় আমিই তৈরি কর্‌ব। কিন্তু তোমাকে কা্‌ল সভায় গাইতে হ'বে!

নির্ম্মলা।—আবার আমাকে ফ্যাঁসাদে জড়াও কেন!

উর্ম্মিকা।—না ভাই, তোমাকে কাল গান গেয়ে সভা আরম্ভ কর্‌তেই হবে!

নির্ম্মলা।—তা বেশ, আমি কাল গান গেয়ে সভা আরম্ভ কর্‌ব! আর তুমি এখন একটা গান গেয়ে আমাদের আজকার সভাটা ভঙ্গ কর দেখি!

উর্ম্মিকা।—এখন আর কি গাইব ভাই! কাল সভাটা হ'য়ে গেলে অন্যদিন না হয় একটা গাইব!

নির্ম্মলা।—ও ফাঁকি দিলে চল্‌বে না!

যখন বলিচি তখন গাইতেই হ'বে!

উর্ম্মিকা।—কোনো গান যে ছাই মনেও পড়ে না!

নির্ম্মলা।—মনে পড়্‌চে না বল্লে চল্‌বে না—গাইতেই হবে!

উর্ম্মিকা।—নেহাৎ না ছাড়—তবে গাই!

গীত।

শান্তি-দায়িনী কবিতা-কুমারি,
এস মম হৃদি-মাঝে!
তোমারি কানন কুসুমের' পরে
মানস-মধুপ রাজে!
তোমারি অপার করুণায়,—চিত—
স্পন্দন-হীন—সদা পুলকিত!
তোমারি বীণার ঝঙ্কার যেন
নিয়ত হৃদয়ে বাজে!
তোমারি ভাবের রেণুকা পরশে
হরষ-সলিলে ভাসি!

কবিকুল কত আকুল হইয়া
হেরে তব রূপ রাশি !
এস সুন্দরি ! হইয়া সদয়,—
ব'স এসে সদা মম রসনায়—
হৃদয়-মাঝারে হও গো উদয়—
মোহন মধুর সাজে !!

নির্ম্মলা।—এ গান কি তোমার নিজের তৈরি ?

উর্ম্মিকা।—বলে বোধ হয় কার ?

নির্ম্মলা।—তুমি একজন মস্ত পোয়েটেস্ (poetess)! এ তোমা ছাড়া আর কারো হ'তে পারে না !

উর্ম্মিকা।—তবে তাই !

নির্ম্মলা।—আচ্ছা তবে উঠ্লুম্। কালকে যাকে যাকে নেমন্তন্ন কর্‌তে হবে, সেটা তুমি কোরো !

উর্ম্মিকা।—আচ্ছা, সেজন্য আর তোমায় ভাব্‌তে হবে না ! তবে কাল যে ঘরে মিটিং

বস্‌বে, সে ঘরটি তুমি ফিট্‌ফাট্ করে রেখো!

নির্ম্মলা।—আচ্ছা, তা রাখ্‌বো! এখন তবে চল্লুম্!

(নির্ম্মলার প্রস্থান; বিভাসের প্রবেশ ও চেয়ারে উপবেশন। উর্ম্মিকা কাগজ, কলম লইয়া গীত রচনা করিবার জন্য ভাবাবিষ্ট।)

বিভাস।—কিছু টাকা দাও ত! আমি এদের দেনা ফেনা সব মিটিয়ে দি!

উর্ম্মিকা।—আমায় এখন বিরক্ত করোনা!

বিভাস।—কেন? কি কর্‌চ?

উর্ম্মিকা।—তোমার সঙ্গে গল্প কর্‌লে যে আমার গানের থট্ (thought) সরে যাবে!

বিভাস।—একটু পরে না হয় থট্ জুগিয়ো! এখন আমার কাজটা মিটিয়ে দাও!

উর্ম্মিকা।—তোমার আবার কোন্ কাজটা মিটিয়ে দিতে হবে?

বিভাস।—এই গয়লা মুদীদের দেনা ফেনা শোধ করে দিতে হবে, তাই কিছু টাকা দাও!

উর্ম্মিকা।—ওদের অন্যদিন মিটিয়ে দিও —আজ আমার কাছে টাকা নেই!

বিভাস।—সে কি? সে দিন যে দুশো টাকা এনে তোমার কাছে দিলুম!

উর্ম্মিকা।—দিয়েচ ত বড় কের্‌তাথ করেচ! এদ্দিন বুঝি আর কোনো খরচ ফরচ হয় নি!

বিভাস।—এমন কী খরচ হয়েচে, যে তুমি এই দশ দিনে দুশো টাকা খরচ করে ফেল্লে?

উর্ম্মিকা।—বলি, তুমি কি আমাকে চোর ঠাওরালে?

বিভাস।—আহা-হা-হা-হা! আমি কি বল্‌চি তুমি চোর!

উর্ম্মিকা।—তা না হয়, তবে চোরের মাগ ঠাওরিয়েচ!

বিভাস।—যাক্—ও সব বাজে কথা! এখন কিছু টাকা না দিলে চল্‌বে না!

ঊর্ম্মিকা।—চল্‌বে না ত আমি কি কর্‌ব?

বিভাস।—তুমি কিছু কর না কর—এদের এখন দেনা শোধ করা চাই!

ঊর্ম্মিকা।—পরশু ওদের আস্‌তে বোলো, যদি কিছু থাকে তবে দোবো—নইলে আজ আমি একটা পয়সাও দিতে পার্‌ব না—আমার নিজের কিছু খরচ আছে!

বিভাস।—তোমার আবার কি খরচ আছে?

ঊর্ম্মিকা।—বলি তোমার সঙ্গে আমি তর্ক কর্‌ব না গান লিখ্‌ব! কি খরচ আছে—তারো আবার নিকেশ দিতে হবে?

বিভাস।—আহা-হা-হা—নিকেশ কেন! আমাকে কি একবার জিজ্ঞেস্ কর্‌তেও নেই!

ঊর্ম্মিকা।—আমার নিজের খরচের মধ্যে আমাকে একটা গাউন কিনতে হবে, বডিস্ কিন্‌তে হবে, এক শিশি "লিলি অব্ দি

ভ্যালী” কিন্‌তে হবে—আর এর আস্‌বাবও কিছু কিন্‌তে হবে!

বিভাস।—এ সব আবার কি জন্য কিন্‌বে?

উর্ম্মিকা।—কাল তোমার বন্ধুর বাড়ীতে অর্থাৎ——শ্রীল শ্রীযুক্ত—খুড়ি—মিষ্টার ডি, বাসুর প্যালেসে একটা “স্ত্রী সম্মিলনী” হবে। আমায় আবার সেখানকার প্রেসিডেণ্ট হতে হবে! তা সে রকম ভাবে ওয়েল্ ড্রেস্‌ড্ (well-dressed) হয়ে যেতে হবে ত! না—তোমার মতন বাঁদর সেজে গেলুম্ আর এলুম্!

বিভাস।—এখন তাত সব বুঝলুম!—Lily of the valley কি কর্‌বে!

উর্ম্মিকা।—মাখ্‌বো আর কি কর্‌বো!

বিভাস।—কেন, সেটা কি তেল না কি?

উর্ম্মিকা।—Fie! Fie to you! এও এখন জান্‌লে না!

বিভাস।—জানি না বলেই ত জিজ্ঞেসা কর্‌চি!

ঊর্ম্মিকা।—এসব যদি বলে দিতে হবে—তবে জান্‌বে কবে? Lily of the valley একটা essence গো essence, (এসেন্স।) আহা যেমন সেণ্ট (scent) তেম্‌নি প্লেজেণ্ট, (pleasant)।

বিভাস।—ও সবের নাম—আমি ত কস্মিন্ কালেও শুনি নি! যা শুন্‌চি সব তোমার কাছে!

ঊর্ম্মিকা।—হায়! হায়! মরি! মরি! এসব শোননি ত প্লিডারি কর্‌চ কেমন করে! আর তুমি যে ড্রেস্ পরে প্লিডারি কর—ছি! ছি! হেট্‌ফুল! হেট্‌ফুল! মানুষেও কি ও ড্রেস পরে! হাঁটুর ওপর পর্য্যন্ত লেঙ্‌দি (lengthy) একখানা চাপ্‌কান্—ক্যাডা-ভারাস্—ক্যাডাভারাস (cadaverous)! আর গলায় চার হাত লম্বা একটা দড়ি!

বলি কোর্টে কি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুল্‌তে যাও না মর্‌তে যাও।

বিভাস।—আমাদের যে, ও পোষাক না হ'লে চলে না।

উর্ম্মিকা।—তবে ও প্লিডারি করা ছেড়ে দাও! কোট্, প্যাণ্টলেন পরে যেতে হয় এমন একটা সার্‌ভিস (service) নাও গে!

বিভাস।—দেখা যাক্!

উর্ম্মিকা।—যে সারভিসে কোট্ প্যাণ্ট আছে বল্লে জেননা আবার ট্রামওয়ের ড্রাইভার কিংবা কন্‌ডাক্‌টর্ হ'তে যাও! তা যাক্! কাল মোদ্দাৎ গাড়ীখানা চাই!

বিভাস।—আমি তাহলে কোর্টে যাব কেমন করে?

উর্ম্মিকা।—গাড়ী ভাড়া করে যেয়ো!

বিভাস।—গাড়ী ভাড়া দেবে কে?

উর্ম্মিকা।—তাও ত বটে! না হয় দশটি পয়সা খরচ করে ট্রামওয়ে যেয়ো!

বিভাস ।—ট্রামে আমি যেতে পার্‌ব না ! শেষকালে পড়ে মর্‌ব !

উর্ম্মিকা ।—তা বেশ হেঁটে যেয়ো ! কোনো আপদ নেই !

বিভাস ।—অগত্যা তাই যেতে হবে !

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুসজ্জিত কক্ষ।

(নির্ম্মলা কার্য্যে ব্যস্ত। দেবেন্দ্রের প্রবেশ।)

দেবেন্দ্র।—আজ যে ভারি কাজে ব্যস্ত দেখ্‌চি!

নির্ম্মলা।—তবে ঘোমটা টেনে তোমার মতন বসে থাক্‌ব না কি?

দেবেন্দ্র।—শেষে, ধন, স্বামীকে বৌ বানিয়ে ফেল্লে!

নির্ম্মলা।—কী অব্‌সিন্‌ (obscene) কী শ্ল্যাং (slang)!

দেবেন্দ্র।—তবে কি বল্‌ব বল!

নির্ম্মলা।—কেন আর কি কোন ভাল কথা নেই! হাজ্‌ব্যাণ্ড্, লভার, ওয়াইফ্, বেটার-হাফ্ (better-half) ইত্যাদি কত আছে।

দেবেন্দ্র।—কি জান, আমি ঠিক্ ঐ গুলো বল্‌ব বল্‌ব মনে করেছিলুম্! কিন্তু তুমি আবার ইংরিজী জান কি না,—যদি পাছে আমার ভুল ফুল হয়, তাহ'লে আবার তোমার কাছে গালি গালাজ খেতে হবে—তাই সোজা সুজি বাংলা বল্লুম্!

নিৰ্ম্মলা।—তবে পুরুষ হয়েচ কি জন্যে?

দেবেন্দ্র।—তুমি ওম্যান্ (woman) হয়েচ বলে!

নির্ম্মলা।—ওরে ব্যস্—ইংরিজীর দৌড় কত!

দেবেন্দ্র।—বেশী দূর নয়—এই তোমার কাছ পর্য্যন্ত! যাক্—কিসের মজলিস্ বস্‌বে বল ত!

নির্ম্মলা।—এই তোমার পিণ্ডির!

দেবেন্দ্র।—শেষে জ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলে পিণ্ডি দেবার যোগাড়! ত' ধন, পিণ্ডিই দাও, আর মজলিস্ই বসাও আজ আমি

এখান থেকে কিছুতেই উঠ্‌চি নি !

নির্ম্মলা ।—সে কি ! স্ত্রী লোকেরা আস্‌বে —আর তুমি তাদের সাম্‌নে থাকবে !

দেবেন্দ্র ।—সাম্‌নে কেন—আমি আড়াল থেকে দেখ্‌ব !

নির্ম্মলা ।—দেখ, আজ তুমি এখানে থাক্‌লে কেউ আস্‌বে না ! তুমি এখন কোন বন্ধুর বাড়ীতে যাও ।

দেবেন্দ্র ।—আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরা খুব ফূর্ত্তি মার—খুব ফূর্ত্তি মার !

নির্ম্মলা ।—কি ফূর্ত্তি মার্‌ব ?

দেবেন্দ্র ।—আর ধন, লুকোও কেন ?

নির্ম্মলা ।—সে কি গো । তুমি খাও ব'লে কি আমিও খাই ?

দেবেন্দ্র ।—আমায় যে বিভাস বল্লে তুমি খাও !

নির্ম্মলা।—বিভাস বাবু কক্থনো একথা বল্‌তে পারেন না! বিশেষ বিভাস বাবুর সঙ্গে আমার এ পর্য্যন্ত কোনো কথাই হয়নি!

দেবেন্দ্র।—তবে বল্‌ব! এই এর আগে বিভাসের বাড়ীতে যেদিন তোমাদের মজলিস্‌ বসে, সে দিন বিভাসের স্ত্রী না—ন'—বিভাস্‌জ বেট্‌—বেট্‌—বেট্‌—না——না—ওয়াইফ্‌ আর তুমি কিছু খাও নি!

নির্ম্মলা।—ও-ও-ও! সেই দিন!

(ঈষৎ হাস্যে)

দেবেন্দ্র।—(তদ্রূপ মুখ-ভঙ্গী পূর্ব্বক) আজ্ঞে হুজুর সেই দিন—সেই দিন!

নির্ম্মলা।—সে দিন বুঝি ব্রাণ্ডী খাচ্ছিলুম্‌!

দেবেন্দ্র।—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—না—না—একটু শুঁক্‌ছিলে!

নির্ম্মলা।—হ্যাঁ শুঁক্‌ছিলুম বৈ কী! সে দিন meetingএর মধ্যে আমার ভারি জল তেষ্টা পেল! তা সভার মধ্যে জল খাওয়া

নেহাৎ out of etiquette তাই বরফ দিয়ে এক গ্ল্যাস সোডা খেয়েছিলুম্। আমাকে খেতে দেখে আবার উর্ম্মিকাও এক গেলাস খেল! তা, এতে মাই লভার, কোথায় ব্রাণ্ডীর গন্ধ পেলে!

দেবেন্দ্র।—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ, তাতে দু' চার ফোটা ছিল বৈ কী!

নির্ম্মলা।—কি বল তার ঠিক নেই! সে বুঝি আমি দিইছিলুম! উর্ম্মিকা বল্লে ভাই শুধু সোডা খাবি, এর সঙ্গে দু'চার ড্রপ ব্রাণ্ডী দে, বেশ গন্ধ হবে! তাও দিয়েচে কি না ডাউট্‌ফুল!

দেবেন্দ্র।—ও সব বুঝি ধন—ও সব বুঝি!

নির্ম্মলা।—কি আর বুঝ্‌লে! আজকাল সাহিত্য কাল্‌চার্ কর্‌তে গেলে, ও সব না হ'লে চলেও না!

দেবেন্দ্র।—তা ত ঠিক্—তা ত ঠিক্! তোমার সাহিত্যিক্ প্রাণ কি না। তার ওপর

আবার ইংরিজী পড়ে man is a rice-eating animal বল্‌তে শিখেচ ! আর দুদিন বাদে না মেম্‌সাকেব্‌ হয়ে পড় !

নির্ম্মলা ।—এখন জ্যাঠাম রাখ ! আর একটু বাদেই সব আস্‌বে ! তুমি এখন যাও !

দেবেন্দ্র ।—তা বেশ যাচ্ছি—রাত্রে কিন্তু আর আস্‌ব না !

নির্ম্মলা ।—কোথায় তাহ'লে থাক্‌বে ?

দেবেন্দ্র ।—থাক্‌বার ধন, অনেক জায়গা আছে—নেই শুধু তোমার কাছে !

নির্ম্মলা ।—কেন ? আমি কি করলুম ?

দেবেন্দ্র ।—অ্যাঁ—অ্যাঁ—না—না, কিছু করনি ! তবে কি না এই মহিলা মজলিসে বক্তৃতা করে আমায় কেবল তাড়িয়ে দিচ্ছ !

নির্ম্মলা ।—আঃ ! একটু বেড়াতেও কি নেই ?

দেবেন্দ্র ।—তাইত বলচি গো ! আজ বেড়াতে গিয়ে রাত্রে আর আস্‌ব না । এক

জায়গায় কাটিয়ে দোবো!

নিম্মলা।—কোথায় কাটাবে?

দেবেন্দ্র।—এই সেখানে!

নির্ম্মলা।—কোন্ খানে?

দেবেন্দ্র।—কোন্ খানে?—এ—এ—এ—এ—এই সেইখানে গো সেইখানে!

নিম্মলা।—যত বল্‌চি কোন্ খানে তত বল্‌চ সেইখানে—সেইখানে! সেইখানে বল্‌লে বুঝ্‌ব কি! বলনা কোথায় কাটাবে?

দেবেন্দ্র —এ—এ—এ—এ—এই যে তার সেখানে গো!

নির্ম্মলা।—তুমি জেঠা!

দেবেন্দ্র।—ইংরিজী কাল্‌চার্ করে হাজ্-ব্যাঙ্‌কে জেঠা বলে ফেল্লে শেষে!

নির্ম্মলা।—ছি! ছি! কথার একটু বিউটি নেই! তা তুমি কোথায় থাক্‌বে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি!

দেবেন্দ্র।—এ্যাঁ,—এ্যাঁ,—এ্যা, বুঝ্‌তে

পেয়েচ! কি বুঝ্‌তে পেয়েচ বল না।

নির্ম্মলা।—যাও! যাও।

দেবেন্দ্র।—কোথায় যাব?

নির্ম্মলা।—যেখানে খুঁসী।

দেবেন্দ্র।—যেখানে খুঁসী—তবে যাই!

(প্রস্থান উদ্যোগ)

নির্ম্মলা।—(হাত ধরিয়া টানিয়া) কোথায় যাবে!

দেবেন্দ্র।—আবার ধর্‌লে কেন? ছাড়, যেখানে খুঁসী—সেখানে যাই।

নির্ম্মলা।—বলনা কোথায় যাবে।

দেবেন্দ্র।—এ-এ-এ-এ-এই যাব গিয়ে তোমার—এ-এ-এ-এই—যাব—যাব, ধ্যেত্তর্ ভুলে গেলুম্ যে, এ-এ-এ-এই, আমার একটু অম্বল হয়েচে কিনা তাই সঞ্জীবনী শক্তির দোকান হয়ে একেবারে একটা বন্ধু লোকের বাড়ী যাব!

নির্ম্মলা।—তা রাত্রে আস্‌বে ত?

দেবেন্দ্র।—তাড়িয়ে দিচ্ছ—আবার আস্‌বে কি রকম!

নির্ম্মলা।—না, ফিরে এস! For my sake ফিরে এস!

দেবেন্দ্র।—তা দেখা যাবে—এখন ত চল্লেম্! (প্রস্থান)

নির্ম্মলা।—ছেলেবেলাই বাবাকে বলেছিলেম্—বাবা, আমি যখন লেখাপড়া শিখিছি—বিশেষ ইংরিজী, তখন আর আমার বিয়ের জন্ম আট্‌কাবে না! যবে হোক্—বিয়ে করব! But my luck is not in my favour! বাবা ত তা শুন্‌লেন্ না! বল্লেন টাকাপয়সা আছে—well-to-do man—ওর সঙ্গেই বিয়ে কর! But now I'm feeling the consequences! লেখা পড়ার ধার দিয়ে যায় নি! রাত দিন নেশা! কেন—আমাদের মত দু'চার ফোটায় কি হয় না! তবুও আমরা সাহিত্য culture করি! Ah! If

that doctor would have turned his eyes towards me—once—oh,—for once only !

(বিধুর প্রবেশ)

বিধু।—মা, বাবু ট্যাকা নিয়ে কোথা গেলেক্ !

নির্ম্মলা।—কোথা গেল তা আমি বল্‌ব কি করে ! তুই জিজ্ঞেস্ কর্‌তে পার্‌লিনি !

বিধু।—আমি বুঝি বাবুর সঙ্গে কথা বলি—আমার নজ্জা করেক্ না !

নির্ম্মলা।—নজ্জা করে ত টাকা নিয়ে গেল দেখ্‌লি কেমন করে !

বিধু।—ক্যানে, আড়াল থেকে উঁকি মেরেক্ !

নির্ম্মলা।—তবে খুব করেছিস ! এখন যা—আমার ভাল লাগ্‌ছে না !

(বিধুর প্রস্থান)

কি করি—একটা গান গাই !

গীত।

মনের জিনিস নাহি পেলে

কার না দুঃখ হয়!

(গো সখি, কার না দুঃখ হয়!)

মন আবেগে চারিদিকে

দেখে তমোময়!

(গো সখি, দেখে তমোময়!)

যায় না মন অপর কাজে!

জলে অনল প্রাণের মাঝে!

শোকে—তাপে, শান্তি হৃদে

হয় না উদয়!

(গো সখি, হয় না উদয়!)

তৃতীয় দৃশ্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

দেবেন্দ্রের বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

রাধু।—ও মা, কি ঘেন্না—কি ঘেন্না! বউও যেমন সোয়ামীও তেমন! ছি! ছি! লজ্জাও করে না! ভদ্দর লোকের ঘর—এসব কি কাণ্ড! লেখা পড়া শিখেছে—গান গাইতে শিখেছে—আরও কত কি শিখ্‌বে!

কিষ্টি।—ও, মা, তা বুঝি জান না! গিন্নী যে আবার দু'এক ফোঁটা ধরেছে!

রাধু।—অ্যাঁ—অ্যাঁ! যা ভেবেছিলুম্—তাই! হায়! ভগবান্! শেষে গেরস্থ ঘরের বৌয়েরা পর্য্যন্তও মদ ধর্‌লে! ছি! ছি! অবাক্ কর্‌লে! ঘোর কলিকাল! ঘোর কলিকাল!

কিষ্টি।—সে কথা কি আর্ বল্‌তে! হাজার হোক্—তুই একটা ভদ্দর ঘরের বড়

লোকের বৌ—সে রকম গেরস্থ ভাবে চল্‌বি —সে রকম গেরস্থ ভাবে কথা কইবি— সোয়ামী যাতে খুসী হয় তাই কর্‌বি! তা না, রাত নেই—দিন নেই—কেবল গান আর বাজনা! পাড়াটা উচ্ছন্ন গেল—উচ্ছন্ন গেল! আবার ওপাড়ার বিভু উকিলের বৌ গান বাজনা শেখ্‌বার জন্য একটা কি মেয়ে মাষ্টার রেখেছে!

রাধু।—ছি! ছি! কেন বাপু—আর কি কেউ লেখা পড়া শেখে না! ওদের বাড়ীর ত বড় বউও লেখা পড়া শিখেছে! কৈ, সে কি তোদের মতন গাড়ী করে গড়ের মাঠে বেড়াতে যায়, না গান বাজনা শেখ্‌বার জন্যে বাড়ীর ভেতর যে-সে-কে ঢুক্‌তে দেয়! আহা, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! শ্বশুর শাশুড়ীকে কেমন মা বাপের মতন ভক্তি করে! সময় পেলে রামায়ণ খানা না হয় মহাভারত খানা কেমন মিষ্টি করে পড়ে! শুন্‌তে বস্‌লে আর

উঠ্‌তে ইচ্ছে করে না! ভগবান্ তাঁকে সুখে রাখুন—সুখে রাখুন!

কিষ্টি।—হ্যাঁ, আমি জানি বেশ বউটি! যখন যাই—কেমন কথা গুলো বলে! আর এদের বাড়ীতে ঢুক্‌তেই ভয় করে! রাদ্দিন গুমরে ফেঁটে মর্‌চে!

রাধু।—নিজের সোয়ামীকে পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পারে না—আমরা ত ছার!

কিষ্টি।—সোয়ামীও তেমন ওর কাছে থাকে না! বিকেলে বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছি বলে বেরিয়ে যায় আর ফেরে তার পরের দিন বেলা দশটা এগারটা!

রাধু।—একটু টাকা পয়সা হ'লেই ও রকম হয়!

কিষ্টি।—তাও বটে, আর এ ছাড়া স্ত্রী যেমন ভাল চোকে দেখে না—সোয়ামীও তেমন লম্পট!

রাধু।—যখন পুরুষ তখন স্ত্রীকে একটু

শুধ্‌রে দিলেই হয়!

(বিধুর প্রবেশ)

বিধু।—কি গো, কি কথা হচ্ছেক্!

কিষ্টি।—কি আর হবে!

বিধু।—তবে এখান্‌কে?

রাধু।—কেন, এখানে থাকৃতে নেই নাকি!

বিধু।—না গো না! এই বাড়ীতে আজ গান বাজনা হবেক্—তাই নোক্ ফোক্ আস্‌বেক্—তাই বল্‌ছি! তা তোমরা কি রাস্তার বাগে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেক্?

রাধু।—কেন, তোমার মা ঠাক্‌রোণ কি আমাদের ভেতরে যাবার হুকুম দিয়েছেন?

বিধু।—আমাকে ত তা কিছু বল্লেক্ না—শুধু দেখে আস্‌তে বল্লেক্! তা তোমরা এখানে ময়লা কাপড় পরে কতক্ষণ থাক্‌বেক্! তোমরা এখন বাড়ী যাবেক্ ত যাও—নইলে গাড়ী ঘোড়া এখান্‌কে দাঁড়াবেক্!

(প্রস্থান)

কিষ্টি।—বালাম খেয়ে মাগিটার চাল হয়েছে কেমন!

রাধু।—যেম্নি মনিব তার তেম্নি চাকর বাকর!

কিষ্টি।—বাবাঃ! কতও দেখ্‌লুম্! যাই গাড়ী আস্‌চে, বোধ হয় এইখানেই দাড়াবে!

রাধু।—চল, আর থেকে কাজ নেই!

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য ।

চতুর্থ দৃশ্য।

সভা।

সভাপতির আসনে ঊর্ম্মিকা, পার্শ্বে নির্ম্মলা।

সারি সারি চেয়ারে রমণীগণ উপবিষ্ট।

গীত।

নির্ম্মলা।—গাও সখে, গাও সবে

গাও সুমোহন তানে!

আজি এই শুভক্ষণে

জাগুক্ উলাস প্রাণে!

দাও গো ঢালিয়ে তোমাদের মন,

তোমাদেরি সভা, তোমাদেরি ধন,

তোমরা রেখেছ, রাখিবে তোমরা—

রহিবে জীবিত তব যোগ-দানে!

করগো উন্নত তোমরা সকলে,

ফেলনা ইহারে কালের কবলে,

কর যোগদান, এস দলে দলে,

থেক না পড়িয়ে তিমির-

অজ্ঞানে !!

(নিৰ্ম্মলার উপবেশন ; রমণীগণের ও সভাপতির করতালি। কিয়ৎক্ষণ পরে নির্ম্মলা আবার উঠিয়া বক্তব্য প্রকাশ করিলেন।)

নির্ম্মলা।—শ্রীউর্ম্মিকাবালা ঘোষ আমাদের এই আজিকার সভায় সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া পরম বাধিত কর্‌লেন্‌! আমরা অবশ্য এজন্য তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিব। উর্ম্মিকাবালা পরম দেশহিতৈষিণী! তাঁহারি উদ্যোগে আজ আমরা একত্রে মিলিত! যাহা হউক্ আজিকার সভায় সভাপতি মহাশয়া "স্ত্রী শিক্ষার সৌন্দর্য্য" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। আশা করি, সকলি প্রবন্ধ পাঠে সন্তুষ্ট হইবেন।

(উপবেশন ও রমণীগণের করতালি।)

চতুর্থ দৃশ্য

(উর্ম্মিকার আসন ত্যাগ ও রমণীগণের করতালি।)

উর্ম্মিকা।—(কম্পিত স্বরে) মহাশয়াগণ! আপনাদেব অনুকম্পায় আজিকার সভায় উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়া আমি যে কতদূর সম্মান লাভ কবিলাম তাহা বলিতে—তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ সম্মান আমি জীবনে ভুলিবাব—ভুলিতে পাবিব না! শ্রীনির্ম্মলা বালা মিত্র আমার পরম বন্ধু! তাহার ভবনে এ সভাব স্থান দিয়া যে কি পরিমাণ উপকার করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় আমাকে আপনা-দেব নিকট বুঝাইয়া বলিতে হইবে না! যাহা হউক্ "স্ত্রী শিক্ষার সৌন্দর্য্য" সম্বন্ধে যে আমি নাতিদীর্ঘ রচনা—প্রবন্ধ রচনা করেচি তাহা মহোদয়াবর্গেব সমীপে পাঠ করিতেছি! জানি না ইহা সাধারণের নিকট কিরূপ সমাদর লাভ করিবে!

(কাগজ লইয়া প্রবন্ধ পাঠ করন)

"স্ত্রী শিক্ষার সৌন্দর্য্য।"

"আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই স্ত্রী-শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে—তবে কম আর বেশী! বর্ত্তমান সময়ের কোনো কোনো লোক স্ত্রী-শিক্ষাকে নানা অনিষ্টের মূল বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহারা যে একেবারে নিরক্ষর, সে বিষয়ে সন্দেহ করাই নির্ব্বুদ্ধিতা! অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কি তাহাদের স্বামীদিগকে অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক ভরণ পোষণ চালাইবে? সাধারণের নিকট ইহা যেরূপই বিবেচিত হউক্ না কেন—আজ কাল ইহা বাস্তবিকই প্রকৃত হইয়া দাড়াইয়াছে! কারণ আমাদের দেশের যাঁহারা অধিক শিক্ষা করেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলি বিলাত গিয়া বঙ্গের মহিলাদিগকে তুচ্ছ করিয়া শ্বেতাঙ্গিনীকে চিরসঙ্গিনী করেন। কিন্তু এরূপ তুচ্ছ করিবার কারণ—আমরা অশিক্ষিতা বলিয়া! সুতরাং

আমরা যদি শিক্ষিতা হই, তাহা হইলে তাঁহারা আর বিলাতে না যাইয়া স্বদেশেই পরিণীত হইবেন! আর আজকাল যেরূপ দেখা যাই-তেছে তাহাতে বোধ হয়, অধিকাংশ পুরুষেই অশিক্ষিত! সুতরাং আমরা যদি অশিক্ষিতা থাকি, ইহার উপর আবার আমাদের জীবন-সঙ্গী যদি অশিক্ষিত হয় তাহা হইলে আমাদের যে চিব-অন্ধকারাবৃত থাকিতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! আর আমরা শিক্ষিতা হইলে, আমাদের জীবন-সঙ্গী অশিক্ষিত হইলেও তাহাদিগকে আমরা আমাদের শিক্ষা-গুণে চালাইয়া লইতে পারিব!

(রমণীগণের করতালি।)

১ম রমণী।—এ কি! এ যে, পতি-নিন্দা!

২য় রমণী।—চুপ করুন না। বাজে কথা বলেন কেন?

১ম রমণী।—কি বাজে কথা কইলুম! স্ত্রী হয়ে স্বামীকে উপদেশ দান কি বাজে কথা!

৩য় রমণী।—আপনাদের লেক্‌চার্ রেখে এখন যে লেক্‌চার্ হচ্ছে তাই শুনুন।

১ম রমণী।—শুন্‌চি না ত কি ঘুমুচ্চি। শুনে যে হৃদ্-কম্প হচ্ছে।

৪র্থ রমণী।—আপনাব আবাব হৃদ্-কম্প হ'ল। (ঈষৎ হাস্যে)

১ম রমণী।—নাঃ, আমি যাচ্চি! আমাব এখানে থাকা পোষাবে না! (গমনোদ্যোগ)

২য় রমণী।—কি, উঠ্‌লেন্ যে!

১ম বমণী।—আমি এখানে থাক্‌ব না!

(অগ্রসর হওন)

নির্ম্মলা।—আপনার কি চাই?

১ম বমণী।—আজ্ঞে কিছু না!

নির্ম্মলা।—তবে কোথায় যাচ্ছেন?

১ম রমণী।—বাড়ী।

নির্ম্মলা।—কেন, এত শীগ্‌গির কি জন্যে! লেক্‌চার্‌টা শুনে যান্ না!

১ম রমণী।—আজ্ঞে মাপ কর্‌বেন্!

নির্ম্মলা।—না, না, ও কি হয়! লেক্‌চার শেষ হ'বার পর একটা গ্রাণ্ড্‌ গোচের ফীষ্ট্‌ হবে!

(নির্ম্মলা ১ম রমণীকে বসাইয়া দিয়া স্বীয় স্থান অধিকার করিলেন। উর্ম্মিকার পুনঃ পাঠ।)

উর্ম্মিকা।—"শিক্ষা-বিহীন স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণকে কৃষকের অকর্ষিত ধান্য ক্ষেত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে! যেমন কৃষকের অকার্ষিত ক্ষেত্রে বীজ বপন করা বৃথা, অশিক্ষিত স্ত্রীলোককেও সেইরূপ কোনো একটি দুরূহ বিষয় বোধগম্য করা বৃথা! যদি আমরা আমাদের মনঃক্ষেত্রে বিদ্যা শিক্ষা রূপ হল-সাহায্যে জ্ঞান-বীজ রোপন করি তাহা হইলে উহা কৃষকের কর্ষিত ও সারযুক্ত ভূমির ন্যায় অশেষ কার্য্যকারী ও ফল-দর্শী হয়।"

(রমণীগণের করতালি।)

"ভগবানের কৃপায় আজকাল আমরা স্ত্রী-শিক্ষার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি!

"ইহা সত্য সত্যই একটা গৌরবের বিষয়! আজ আমরা আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার অপসারিত করিয়া আলো জ্বালাইয়াছি! তবে একটা বিষয়ে আমরা এখনো পশ্চাৎপদ আছি! সেটি স্ত্রী স্বামীর নাম করিতে পারে কি না! আমার মতে খুব উচিৎ। কারণ কেহ যদি স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাহার সম্মুখে নিরুত্তর থাকিলে তিনি হয়ত বোবা মনে করিতে পারেন! উপরন্তু পুত্র যদি পিতার নাম ধরিতে পারে স্ত্রী স্বামীর নাম মুখে আনিতে পারিবে না কেন?"

(রমণীগণের করতালি।)

১ম রমণী।—ছি! ছি! এরা কি না কর্‌তে পারে! যাই, এখানে আর আমার থাকা হ'ল না! (গমনোদ্যোগ)

নির্ম্মলা।—আবার উঠ্‌চেন কেন?

১ম রমণী।—আমার বাড়ীতে বড় দরকার!

নির্ম্মলা।—একটু বাদেই না হয় যাবেন!

১ম রমণী।—না আমার এখনি দরকার!

নির্ম্মলা।—দেখুন, এই সবই স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাঘাত!

১ম রমণী।—আর স্বামীর নাম করা বুঝি স্ত্রী-শিক্ষার অনুকূল! তা যাই হোক্—আমায় এখন বিদেয় দিন।

(বড় রেকাবে করিয়া চা'র পেয়ালা ও বিস্কুট লইয়া জগার প্রবেশ। কতকগুলি রমণীর রেকাব হইতে বিস্কুট ও চা গ্রহণ ও পান।)

নির্ম্মলা।—যাবেন যদি ত একটু চা পান করে যান!

১ম রমণী।—ও বিষয়ে আর আমায় অনুরোধ কর্‌বেন না!

নির্ম্মলা।—কেন, এতে আবার কি দোষ?

১ম রমণী।—দোষ আর কি, তবে আমাদের গেরস্থ মেয়েরা খায় না! আর আমিও চায়ের ভক্ত নই!

নির্ম্মলা।—তবে আর অনুরোধ করা উচিৎ নয়! কিন্তু দেখুন, আপনাদের হৃদয়ে ভুল শিক্ষা ঢুকে একেবারে অপদার্থ করে ফেলেছে! আর আমরাও এই জন্য এই সমিতির আয়োজন করেচি! তা আপনারা যদি চলে যাবেন, মিটিং তবে কার জন্যে!

১ম রমণী।—দেখুন, সমিতিতে স্ত্রী-শিক্ষা হয় না, দু'চার লাইন্ বক্তৃতা কর্‌লেই স্ত্রী-শিক্ষা হয় না, গান কর্‌লেও স্ত্রী-শিক্ষা হয় না, স্বামীর নাম কর্‌লেও স্ত্রী-শিক্ষা হয় না আর চা পান কর্‌লেও স্ত্রী-শিক্ষা হয় না—বরং এসবেতে ম্লেচ্ছ করে তোলে! স্ত্রী-শিক্ষার জন্য যদি উদ্যোগী হ'য়ে থাকেন তবে আপনারা আগে নিজে ঘরে বসে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়ুন—কাশীদাসের মহাভারত পড়ুন! দেখবেন মনে আপনাদের কি ভাব আসে।

নির্ম্মলা।—এ সব ভুল বিশ্বাস—ভুল বিশ্বাস!

২য় রমণী।—ও রামায়ণ মহাভারত একে-বারে ফল্‌স্ (false) !

৪র্থ রমণী।—এ সব পড়ে কি ফল পাবেন? যত সব আজ্‌গুবী গল্প বৈ ত নয় !

৫ম রমণী।—আজ্‌গুবী বলে আজ্‌গুবী ! কেবল মারামারি—রক্তারক্তি—আর চোখের জল ফেলা ! হাসি নেই—রঙ্গ নেই—ঠাট্টা নেই—তামাসা নেই ! কিছু না—কিছু না ! বিদ্‌কুটে শুধু ! আবার যিনি লিখেছেন তাঁর নাম মুখে আন্‌তে .য দম আট্‌কে যায় !

৬ষ্ঠ রমণী।—আর কি আন্‌ন্যাচারাল্ প্লট্ (unnatural plot !) জনক—অত বড় রাজা হয়ে কিনা লাঙল্ চষ্‌লেন !

৩য় রমণী।—না হয় সখ্ করে চষে-ছিলেন—মানলুম্ ! কিন্তু হাই তুলে চোখের জলের ভেতর থেকে সীতাকে বের করা কি অসম্ভব !

১ম রমণী।—যা তা বলেন কেন?

রামায়ণের মধ্যে ও হাই তোলাও নেই—আর চোখের জলের মধ্যে সী···ক বেব করাও নেই!

৩য় রমণী।—তবে কি আছে?

১ম রমণী।—আপনারা এত সভা সমিতি কর্‌চেন—স্ত্রী-শিক্ষার জন্য এত উদ্যোগী হয়েছেন, আর হিন্দুব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—যে গ্রন্থ না পড়্‌লে হিন্দুব হিন্দুত্ব যায়, সেই রামায়ণ মহাভারতে কি আছে—জানেন না!

৪র্থ রমণী।—ও জেনে কি ফল! সবই ত অসম্ভব!

১ম রমণী।—আপনাদের নিকট অসম্ভব হতে পারে! কৈ, আমাদের কাছে ত অসম্ভব বলে বোধ হয় না!

৩য় রমণী।—আপনি এখনো সে রকম নলেজ্ (knowledge) পান নি বলে?

৫ম রমণী।—(৩য় রমণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) আর তা না হলে মিটিং বিগিন্

(begin) হতে না হতেই বাড়ী ফির্‌তে চায়!

১ম রমণী।—তাও আপনারা ছেড়ে দিচ্ছেন কৈ!

নির্ম্মলা।—এখন বাজে কথা থাক্! আপনার যদি বিশেষ দরকার থাকে তবে আর আপনাকে রাখা উচিৎ নয়!

১ম রমণী।—(স্বগত) বাঁচলুম্—বাঁচলুম্! এদের গয়ায় পিণ্ডি দিলেও যে উদ্ধার হবে না!

(প্রস্থান)

উর্ম্মিকা।—আজ বাজে কথা বল্‌তে বল্‌তে অনেক সময় গেছে! সেজন্য আজ থাক্—অন্যদিন না হয় আবার সভা করা যাবে!

২য়, ৩য়, ৪র্থ রমণীগণ।—(এক সঙ্গে) সেই ভাল।

নির্ম্মলা।—তবে অনুগ্রহ করে আজ আপনারা—

রমণীগণ।—বেশ! বেশ! (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

রঙ্গ-পট ।

রমণীগণের গীত ।

আর আঁমাদের নাইক ভয় !

এডুকেসান্ পেয়েছি এবার কর্‌ব

পুরুষ-পরাজয় !!

স্ত্রী-সমাজে ঢুকেছে গাউন্, ঢুকেছে

আবার লেমনেড্ সোডা !

তার সঙ্গে ইংরিজী কথা আর—

ব্রাণ্ডীর দু'চার ফোঁটা !

এ সব না হলে কিন্তু—নাইক

মোদের পরিচয় !

গাড়ী করে জুতো পায়ে ইভ্‌নিংওয়াক্

গড়ের মাঠে !

স্বামীর নামটা মুখে আনা চল্‌ছেও এসব

নারীর হাটে !

মিটিং ক'রে লেক্‌চার্‌ দেওয়া—
জ্ঞান-গরিমার অভিনয় !!
রামায়ণ-ভারত তুচ্ছ ওসব অলীক—
অসার গল্প-সৃষ্টি !
নাইক হাসি, রঙ্গরস—চক্ষু হ'তে
পড়ে বৃষ্টি !
এসব গ্রন্থ ঘরে রাখা কোনো মতে—
উচিৎ নয় !!

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শশীর পড়িবার ঘর।

বিভিন্ন চেয়ারে শশী ও বাঞ্ছারাম।

সম্মুখে টেবিল।

শশী।—পণ্ডিত ম'শায়, আপনার হাতে অতগুলি কাগজ কিসের?

বাঞ্ছারাম।—ইস্কুলের সব ছেলেরা সংস্কৃত একজামিনেসান্ দিয়েছে—সেই কাগজ!

শশী।—এখানে কেন আনলেন?

বাঞ্ছারাম।—এই বাবা ছেলেরা এত বড় বদ্মায়েস্ যে হিজি বিজি যা'তা' গোচ্চার লিখে দেয়, তার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝ্তে

পারিনি! লেখার না আছে হরপের টান—না আছে ভাষার জ্ঞান! আবার ইস্কুলও তেমনি ধরণের কি না! দু'দিনের মধ্যেই কাগজ দেখে ফিরিয়ে দিতে হবে! তাই যত পারি এখানে দেখ্‌বো বলে নিয়ে এলুম্! আর চোখও গেছে! কিছুই দেখ্‌তে পাই নি!

শশী।—আপনার চোখ্ কি এত খারাপ হয়ে গেছে?

বাঞ্ছারাম।—আর বাবা খারাপ হবে না—পণ্ডিতি করে করে চুল পাক্‌ল—বুড়ো হলুম। এখনো কি চোখ ঠিক্ থাকে?

শশী।—চোখ্ ঠিক্ থাকে না কেন পণ্ডিত ম'শায়?

বাঞ্ছারাম।—চোখ্ ঠিক থাক্‌বে না কেন! তবে আমরা কিনা রাত দিন শাস্ত্র ঘাঁটছি, এই কারণেই দৃষ্টি-শক্তি হ্রাস হয়েছে!

শশী।—তাহ'লে আপনি এই কাগজগুলো

রেখে যান্ না! আমি কারো দিয়ে দেখিয়ে নোবো!

বাঞ্ছারাম।—না বাবা, তুমি ছেলে মানুষ, হারিয়ে ফেল্‌বে কোথাও!

শশী।—না পণ্ডিত ম'শায়, আমি হারাব না। আমি ভাল করে দেখিয়ে আপনাকে আবার ফেরৎ দোবো!

বাঞ্ছারাম।—তুমি কাকে দিয়ে দেখাবে?

শশী।—সে আমি একজনকে দিয়ে দেখাব। আপনার ত পেলেই হল!

বাঞ্ছারাম।—না বাবা, ও যদি কেউ আবার জান্‌তে পারে ত মুস্কিল হবে!

শশী।—না পণ্ডিত মশায়! কেউ জান্‌তে পার্‌বে না!

বাঞ্ছারাম।—তুমি বল না, কাকে দিয়ে দেখিয়ে নেবে!

শশী।—আমি উর্ম্মি দিদিকে দিয়ে দেখাব!

বাঞ্ছারাম।—সে কি! তিনি যে স্ত্রীলোক!

শশী।—স্ত্রীলোক হলে কি হবে পণ্ডিত ম'শায়! এমন ইংরিজী জানে যে পুরুষ লোকেও উর্ম্মি দিদির কাছে হার মেনে যায়!

বাঞ্ছারাম।—অ্যাঁ—বল কি! তা'হ'লে তিনি ত বড় শিক্ষিতা! আর মনুও বলে গেছেন—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষানীয়াতি-যত্নতঃ" অর্থাৎ কন্যাকে কি না মেয়েকে, পালন অর্থাৎ লালন পালন ও শিক্ষা প্রদান কি না বিদ্যাশিক্ষা দান উভয়ই করিবে! তা তিনি তোমার কি রকম দিদি হন্?

শশী।—আমার সম্পর্কে কেউ হন না। তবে আমাদের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে আসেন তাই তাকে দিদি বলে ডাকি!

বাঞ্ছারাম।—তিনি কি জন্যে আসেন্? মিস্ ডাক্তার টাক্তার নাকি?

শশী।—মিস্ ডাক্তার কি?

বাঞ্ছারাম।—অর্থাৎ ডাক্তার সাহেবের পত্নী কি?

শশী।—ও! আপনি মিড্ ওয়াইফের্ কথা বল্‌চেন?

বাঞ্ছারাম।—হ্যাঁ, ঠিক্ বটে। তা বাবা বুড়ো হলুম, আর কি মনে থাকে। স্মরণ-শক্তি একেবারে কমে গেছে।

শশী।—আজ্ঞে, তিনি মিড্ ওয়াইফ্ নন্—স্ত্রী-সম্মিলনীর সেক্রেটারী! তাই মাকে নেমন্তন্ন কর্‌তে আসেন! তা আপনি কাগজগুলো দিয়ে যান্ না, তাঁকে বল্লেই দেখে দেবেন!

বাঞ্ছারাম।—দেখো বাবা, যেন আবার বুড়ো পণ্ডিতকে ফাঁপড়ে ফেল না! খুব সাবধান, কেউ যেন না জান্‌তে পারে! (স্বগত) ও ভালই হয়েছে! মেয়ে লোক—কার কাছেই বা আর বলে বেড়াবে! (প্রকাশ্যে) তুমি চিরজীবী হয়ে থাক বাবা! আমায় খুব হেল্‌পো (help) কর্‌লে।

নেপাল।—(নেপথ্য হইতে) শশী!

শশী।—আজ্ঞে!

(বিচলিত ভাবে)

নেপাল।—(নেঃ) কি কচ্ছিস্ তুই?

শশী।—পড়্চি!

বাঞ্ছারাম।—নাও, নাও, শীগ্গীর এক-খানা বই হাতে কর! ওখানা কি বই?

শশী।—এখানা ইংরিজী!

বাঞ্ছারাম।—চট্ করে একখানা সংস্কৃত নাও!

নেপাল।—(নেঃ) আচ্ছা পড়্—আমি একটু বাদে যাচ্ছি!

শশী।—পণ্ডিত ম'শায়, আমায় একটু ধাতু পড়ান্!

বাঞ্ছারাম।—আচ্ছা বেশ! কি ধাতু বুঝ্তে পারনি বল!

শশী।—বুঝ্তে পেরেচি, তবে 'ব্রজ' ধাতুটী রূপ কর্‌লে, কেমন হবে একবার বলে দিন!

বাঞ্ছারাম।—কেন? পরস্মৈপদী ধাতু যথা,—

ব্রজতি	ব্রজসি	ব্রজামি
ব্রজতঃ	ব্রজথঃ	ব্রজাবঃ
ব্রজন্তি	ব্রজথ	ব্রজামঃ

শশী।—'ব্রজ' ধাতু রূপ করলে কি 'ব্রজ'র 'র' ফলাটা 'জ'য়ের সঙ্গে যুক্ত হয়?

বাঞ্ছারাম।—কেন, তা হবে কেন?

শশী।—আপনি যে তবে 'বজ্রতি' 'বজ্রতঃ' রূপ করলেন?

বাঞ্ছারাম।—আর বাবা সে কথা বোলো না! পোড়া কপাল আমার! কাল বৃষ্টি হয়ে আমার যা সর্ব্বনাশ করে গেছে তা আর কি বলব!

শশী।—কেন, পণ্ডিত ম'শায়, কি হয়েছে?

বাঞ্ছারাম।—আর বাবা, কাল বৃষ্টি হয়ে আমার খোলা বাড়ীর ওপর একটা বজ্র পড়ে। ভাগ্যে আমার পরিবার তার পিত্রালয়ে

গিয়েছিল—তাই রক্ষে! তা সেই কথা হঠাৎ মনে পড়াতে ‘ব্রজ’ স্থলে ‘বজ্র’ কি রকম বেরিয়ে গেছে!

শশী।—পণ্ডিত ম’শায়, একে ত আর্ষ প্রয়োগ বলা যেতে পারে!

বাঞ্ছারাম।—হ্যাঁ, তাতে কোন দোষ হয় না যদিও, তবে লোকে সাধারণতঃ এরূপ ভুলকে ‘মহাজন প্রয়োগ’ই বলে!

শশী।—কেন, পণ্ডিত ম’শায়?

বাঞ্ছারাম।—অর্থাৎ পূর্ব্বে ঋষিরাই কাব্য লিখ্‌তেন কি না—তাই তাঁরা যদি কোনো ভুল করে থাকেন, তাকে ‘আর্ষ প্রয়োগ’ বলে! আর আমরা বল্‌তে অবশ্য পণ্ডিতেরা যদি কোনো ভুল করে থাকি তা’হ’লে তাকে ‘মহাজন প্রয়োগ’ বলে। (নেপথ্যে নেপালের পদ-শব্দ শুনিয়া) নাও, তোমার বাবা আসচেন! তা’হ’লে বুঝ্‌লে—“সমবপ্রবিভ্যস্থ!”

নেপালের প্রবেশ।

নেপাল।—এই যে পণ্ডিত ম'শায় এসে-ছেন!

বাঞ্ছারম।—আজ্ঞে হ্যাঁ, শশীকে একটু সংস্কৃত বুঝিয়ে দিচ্ছি!

নেপাল।—হ্যাঁ, পণ্ডিত্ ম'শায়, ওকে একটু ভাল করে দেখ্‌বেন শুন্‌বেন্। ও সংস্কৃত কেমন পড়্‌চে টর্চ্চে!

বাঞ্ছারাম।—বেশ পড়্‌চে! আগে কিছুই জান্‌ত না। এখন তবুও অনেকটা ধাতে এনেছি!

নেপাল।—আপনি তামাক খান নি?

বাঞ্ছারাম।—আজ্ঞে না! আর আপনার চাকরটাও তেমনি। তামাক আন্‌তে বল্লে যেন কেয়ারি (care) করে না।

নেপাল।—অ্যাঁ—সে কি কথা! তামাক আন্‌তে বল্লে তামাক আনে না! কই সে বেটা—ও ভিখু—ভিখু।

ভিখু।—(নেঃ) আজ্ঞিয়া যাউচি!

(তামাক লইয়া ভিখুর প্রবেশ)

নেপাল।—তুই বেটা, পণ্ডিত ম'শায় তামাক চাইলে তামাক দিস্ না কেন রে ?

ভিখু।—মু কন্ কড়িমি, মু কউচি, যাউচি—যাউচি, ত বাবু ঘড়ি ঘড়ি ডাকিব !

বাঞ্ছারাম।—(ক্রোধভরে) কই রে বেটা, যাউচি—যাউচি বলে আনিস্ কৈ ?

ভিখু।—কি কইচ ! পণ্ডিত হইকিড়ি মিথ্যা কইচ কাইকী ? দাদা বাবুড় পচাড় না—কন্ কয় !

বাঞ্ছারাম।—(মারিবার জন্য হস্তোত্তলন পূর্ব্বক) কি রে বেটা ! যত বড় মুখ না তত বড় কথা ! (মারিতে উদ্যত)

নেপাল।—যাক্ পণ্ডিত ম'শায় ! বেটারা উড়ে—কত আর বুদ্ধি ! (ভিখুর প্রতি) যা বেটা পণ্ডিত ম'শায়ের আর একটা কল্‌কে নিয়ে আয় !

ভিখু।—ইয়াব পণ্ডিত হইকিড়ি নাট হউচি!

(ভিখুর প্রস্থান ও পুনরায় হুকা তামাক লইয়া প্রবেশ ও বাঞ্ছারামকে প্রদান)

বাঞ্ছারাম।—সেই এসে অবধি একটু তামাক খাইনি!

(বাঞ্ছারামের তামাক সেবন)

নেপাল।—তা যাই পণ্ডিত ম'শায়, আমার আবার একটু বাইরে দরকার আছে!

বাঞ্ছারাম।—আজ্ঞে হ্যাঁ—আসুন!

(নেপালের প্রস্থান)

তা বাবা শশী, বুঝ্‌লে, কাগজ ফাগজের কথা কেউ যেন না জান্‌তে পারে। দেখো খুব সাবধান। হ্যাঁ—উনি কি সংস্কৃত জানেন?

শশী।—সংস্কৃত জানেন কি না ঠিক্ বল্‌তে পারি নি! তবে বাংলা আর ইংরিজী খুব ভাল জানেন!

বাঞ্ছারাম।—তা বেশ, সংস্কৃত না দেখ্‌লেও

ক্ষতি নেই! ইংরিজীটা যেন নিশ্চয় দেখে দেন! কিন্তু সাবধান, কেউ যেন বাবা—

শশী।—আপনার কোনো ভয় নেই!

বাঞ্ছারাম।—না, না, ভয় কি বাবা! বুড়ো হয়েছি, দেখ্‌তে পারিনি! তবে এখন উঠ্‌লুম্।

শশী।—আজ্ঞে চলুন—আমিও উঠি!

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ঊর্ম্মিকার পাঠ-কক্ষ।

বিভিন্ন চেয়ারে ঊর্ম্মিকা ও নির্ম্মলা। আরো
দুইখানা চেয়ার খালি পড়িয়াছিল।
সম্মুখে একখানা টেবিল।

নির্ম্মলা।—সে দিনকার সে মেয়ে লোকটা কি আন্‌জেণ্ট্‌ল্‌! লেক্‌চার ফিনিস্‌ হতে না হতেই বাড়ী যাবে বলে তর্ক তুল্লে! এই সবই ত want of female education!

ঊর্ম্মিকা।—তা ছাড়া want of female imancipation ও বটে!

নির্ম্মলা।—নিশ্চয়ই! এবার থেকে ওদের আর ইন্‌ভাইট্‌ কর্‌ব না!

(একখানা পুস্তক লইয়া মিসেস্‌ বিভাবরী
গড়াইয়ের প্রবেশ)

ঊর্ম্মিকা।—এই যে মিসেস্‌ গড়াই এসেছেন!

নির্ম্মলা।—(একখানা চেয়ার টানিয়া) বসুন, বসুন! তারপর কি জন্যে ?

মিঃ গড়াই।—অন্য কোনো কারণে নয়। তবে সেদিনকার speechটা পত্রিকায় তুলে দিয়িছি!

উর্ম্মিকা।—দেখি! দেখি! speechটা কি "বিভীষিকায়" দিয়েছেন? বাস্তবিকই আপনি একজন সাহিত্যিকী! (মিসেস্ গড়াইয়ের পত্রিকা প্রদান)

নির্ম্মলা।—সাহিত্যিকী——তার ওপর আবার একখানা পত্রিকার এডিট্রেস্!

মিঃ গড়াই।—এবার মনে কর্‌চি পত্রিকা খানি সচিত্র কর্‌ব!

উর্ম্মিকা।—হঁ্যা, আজ কালকার পত্রিকায় লেখার ঘটা থাকুক্ না থাকুক্ ছবির ব্যাপারটা বেশী! আপাততঃ আপনার এখন কত গ্রাহক!

মিঃ গড়াই।—গ্রাহক সংখ্যা তত বেশী

নয়, তবে গ্রাহিকাই বেশী।

নির্ম্মলা।—তা'হ'লেই বুঝ্‌তে হবে যে ফিমেল্‌দের মধ্যে সাহিত্যের আদর বেড়েছে!

উর্ম্মিকা।—তা আর বাড়্‌বে না কেন বল! এত সভা সমিতি—এত পত্রিকা! (মিঃ গড়াইয়ের প্রতি) আপনার পত্রিকায় কোনো উপন্যাস আছে?

মিঃ গড়াই।—আছে বটে! তবে সেটা এর পরের ইস্যুতেই (issue) শেষ হয়ে যাবে! কেন, আপনার কোন উপন্যাস আছে কি?

উর্ম্মিকা।—হ্যাঁ—একটা আছে!

মিঃ গড়াই।—সেটার নাম কি দিয়েচেন?

উর্ম্মিকা।—নাম এখনো দিই নি! তবে মনে কর্‌চি যে "সোহাগিনী" নাম দোবো!

নির্ম্মলা।—বেশ পোইটিক্ নাম! "সোহাগিনী" বুঝি one of the নাইকাজ্‌!

উর্ম্মিকা।—হ্যাঁ!

মিঃ গড়াই।—সেটা কি সামাজিক ভাবে লিখেছেন ?

ঊর্ম্মিকা।—হ্যাঁ সামাজিক—মানে এই আজকাল স্ত্রীলোকেরা high education না পেলে তাদের কেমন দুর্দ্দশা হয় তাই নিয়ে একটা plot suggestion করে লিখেছি !

মিঃ গড়াই।—সেটা ছাপাবেন না ?

নির্ম্মলা।—তা না ছাপালে লিখে আর কি ফল বলুন !

ঊর্ম্মিকা।—হ্যাঁ ছাপাব বৈ কি !

মিঃ গড়াই।—তবে নভেল খানা আমার পত্রিকায় দেবেন। ক্রমশঃ ক্রমশঃ বের হবার পর একেবারে ছাপিয়ে ফেল্‌বেন !

ঊর্ম্মিকা।—তা নিশ্চয়ই দোবো ! বিশেষ আপনার সঙ্গে ত আর আমাদের দু'একদিনের সৌহৃদ্য নয় ! তা আপনার যখন দরকার হবে—নেবেন !

মিঃ গড়াই।—হ্যাঁ, দরকার হ'লেই আপ-

নাকে আমি খবর দোবো! তা'হ'লে এখন উঠি!

নির্ম্মলা।—আর বস্‌বেন না?

মিঃ গড়াই।—না! অনেকক্ষণ এসিছি!

(কিছুদূর যাইয়া পুনরাগমন)

হ্যাঁ, আসল কথা বল্‌তে ভুলে গেছি! তাই আবার এলুম!

উর্ম্মিকা।—কি বলুন্!

মিঃ গড়াই।—আপনার এবারে কোনো article দেবার আছে কি?

উর্ম্মিকা।—(সোৎসুকে) হ্যাঁ, আছে—আছে! আমিও আপনাকে দোবো দোবো করে ভুলে গেছি! (টেবিল হইতে একখানা কাগজ গ্রহণ)

মিঃ গড়াই।—এবার ছোট গল্প লিখেছেন না পদ্য লিখেছেন?

উর্ম্মিকা।—না এবার আর ছোট গল্প লিখিনি! এবার একটা comic poetry

লিখেছি! একবার বসুন না! (মিঃ গড়াইয়ের উপবেশন) আমি একবার পড়ে দি! নির্ম্মলা ভাই একবার শুনে যেয়ো!

(পদ্য পাঠকরণ ও মাঝে মাঝে সবার হাস্য)

সুখ নেই আর জামাই মহলে!
জামাইদিগের দুঃখ দেখে হৃদয় যায় গলে!
শালাশালীর বিষম ব্যাভার
নাইক হায়, তার পারাবার,
দিবানিশি মনের সুখে দিচ্ছে কাণ মলে!
নেয়েছে জামাই সোপ মেখে,
আর্শিতে মুখখানি রেখে,—
যেই বসেছে কাট্‌তে তেড়ি, শালা সকলে,—
কেউ বাজাচ্ছে ব্যাণ্ড পীটে
কেউ দিচ্ছে গোবর ছিটে
(আবার) কেউ দিচ্ছে কাঁছা খুলে
মহা কোলাহলে!
জামাইয়ের জন্য খাবার
শালীরা করেছে যোগাড়

পিঁড়ীর আগেই ক্ষীরের জুতো রেখেছে থালে!
জামাই বাবু অন্দরেতে
গেলেন জল খাবার খেতে
দেখেন খাবার মধ্যে জুতো রয়েছে সেস্থলে!
খেলে জুতো বল্‌বে কুকুর
না খেলে ফের ধর্‌বে মুগুর
কিছু না ঠিক কর্ত্তে পেরে দুঃখ বিষম পেলে!
শেষকালেতে বলে 'আমার
হয়েছে পেটের বেমার
খাব নাক এসব খাবার, ছাড় যাই চলে'।
এমন সুযোগ ছেড়ে দেওয়া
সে যে বড় কষ্ট পাওয়া
স্থির হওয়াত দূরের কথা—দুঃখে হৃদি জ্বলে!

নির্ম্মলা।—Excellent! Excellent! খুব humorous বটে! বেশ thoughtful আর ছন্দটীও মন্দ নয়! স্ত্রী-সমাজে এমন humorus poetry লেখা যার তার কম্ম নয়!

উর্ম্মিকা।—যদি কোথাও ভুল ফুল যায় সেটা তাহ'লে correct করে দেবেন।

(গড়াইকে প্রদান)

মিঃ গড়াই।—অমন nice হয়েছে—ওতে আর ভুল কৈ? আচ্ছা চল্লুম্ তবে!

(প্রস্থান)

উর্ম্মিকা।—Really মিসেস্ গড়াই এক-জন worthy editress!

নির্ম্মলা।—Certainly! অনেক editorই ওর পায়ে তেল দেয়! কিন্তু ভাই, ওর husbandটা তত famous নয়!

উর্ম্মিকা।—বল্লুম্ যে, আজকাল male education কমে গেছে!

নির্ম্মলা।—আর এ ইংরিজী লেখাপড়া শিখেছিল বলেই ওর husband টিকে আছে—নইলে কোথায় ভেসে পড়্তে হত!

(বিভাসের প্রবেশ। কিন্তু নির্ম্মলাকে দেখিয়া প্রস্থানোদ্যত।)

উর্ম্মিকা।—(উঠিয়া) Halo! my dear! বলি, কাকে দেখে ঘোম্‌টা টেনে পালাচ্চ! এযে তোমার friend দেবেন বাবু—তাঁরই better-half.

নির্ম্মলা।—না ওঁর বোধ হয় কোনো urgent necessity আছে! আমি উঠি!

উর্ম্মিকা।—বস, বস, দরকার থাক্‌লে কি তোমার সাম্‌নে কথা বল্‌তে পার্‌বে না! ও ত আর recently married girl নয়!

নির্ম্মলা।—না—না, আমি উঠি! এটা out of etiquette. (প্রস্থান)

(একখানা চেয়ারে উর্ম্মিকার ও অন্য খানায় বিভাসের উপবেশন।)

উর্ম্মিকা।—কি মনে করে এসেছিলে?

বিভাস।—নাঃ! বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে! দিন নেই—রাত নেই—কেবল গান বাজনা, গল্প গুজব, ঠাট্টা তামাসা আর সোডা লেমনেডের শ্রাদ্ধ! আমার ত পাড়ায়

মুখ দেখাবার যো নেই! যা ইচ্ছে, কর— আমার আর কাজ নেই! খুব হয়েছে—চূড়ান্ত হয়েছে! থাক্ আমার সংসার! এর চাইতে সন্ন্যাসী হওয়া যে শতগুণে ভাল! শেষে কি না মদ ধরলে!—যা আমার চৌদ্দ পুরুষে হয় নি! আর বিশেষ স্ত্রীলোক হয়ে! ছি! ছি! ছি! ধিক্! ধিক্! যাক্—যত ইচ্ছে কর— আমিও চল্লুম্। (প্রস্থান)

ঊর্ম্মিকা।—(ঈষৎ হাস্যে) বলি চটো কেন? যাও কোথাও—একটু দাঁড়াও না!

(প্রভাসের অনুসরণ পূর্ব্বক প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য ।

তৃতীয় দৃশ্য।

ধরণী বাবুর বৈঠকখানা।

(ধরণী, শরৎ ও গড়গড় লইয়া সতীশ বাসয়া)
কাল—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। ধরণী ভিন্ন সকলেই
বাহিরে যাইবার পোষাক পরিয়া!

ধরণী।—আরে রামঃ! বংশের মান—ইজ্জৎ সমস্ত খোয়ালে!

শরৎ।—ওঃ! দিন রাত মদ চালাচ্ছিল! ক'দিন আর টিক্‌বে তাহ'লে বল!

ধরণী।—মদ খেয়ে ভদ্র লোকের ছেলের, রাস্তায় মাতলাম করার ফল।

সতীশ —এখন জীবনের আশা আছে কি?

ধরণী।—দূর! ঐ চিৎপুরের রাস্তায় পড়ে গেলে কি আর জীবনের আশা থাকে! মিথ্যে হাঁসপাতালে নিয়ে আসা!

শরৎ।—অমন fatal accident—ওতে কি আর বাঁচে! চারটি চাকা বুকের ওপর দিয়ে গেছে! তা ছাড়া ঘোড়ার লাথী।

সতীশ।—দেবেনকে আমি অনেকবার বলেছিলুম যে, দেবেন ভায়া, ও সব কুৎসিৎ আমোদ আহ্লাদ ছেড়ে নিজের কাজকর্ম্ম দেখ! তা দেবেন একটু রসিকতা করে বল্লে—"ভাই ও সব আর কেন বোঝাও! যখন আমার স্ত্রী ধরেছে তখন কি আর আমি উপোস্ করে থাক্‌তে পারি!"

ধরণী।—দেবেন ত ওর স্ত্রীর দোষেই খারাপ হল!

শরৎ।—দেবেন যদি প্রথম থেকেই ওর স্ত্রীকে check কর্‌ত; তাহ'লে আর এমন হ্‌ত না! স্ত্রীটা নবরত্নের একজন কি না!

সতীশ।—দেবেনের স্ত্রী নিশ্চয় আবার বিয়ে কর্ব্বে!

ধরণী।—তা আর আশ্চর্য্য কি? এতক্ষণ

করে’ বসে আছে বুঝি!

সতীশ।—আমি জানি কি না! কারণ দেবেনের স্ত্রীর সম্পর্কে এক ভগ্নী—তা’রও স্বভাব চরিত্র খারাপ ছিল! তাই তার স্বামী তাকে ত্যাগ করলে! সেও কাকেও না বলে রাত্রে এক জমিদারের ছেলের সঙ্গে কোথায় চ’লে যায়! এখনো নাকি তার কাছেই আছে!

ধরণী।—ভদ্র সমাজে এই সব ঢুকে আর ইতরভদ্রে তফাৎ রাখলে না! আজকাল লোক চেনা কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়েচে!

শরৎ।—দেবেনের স্ত্রীও বোধ হয় তাই চাচ্ছিল!

ধরণী।—কি চাচ্ছিল?

শরৎ।—যে কখন সে দেবেনকে ছেড়ে আর একজনকে পাবে! কারণ দেবেনের ত চেহারা তত ভাল ছিল না! একে ভয়ানক মোটা—তার ওপর আবার গায়ের রং ময়লা ছিল! এতে কি আর দেবেনের স্ত্রীর মন

টলেছিল! তা'তে আবার দেবেনের স্ত্রী ইংরিজী জান্‌ত! এ ছাড়া দেবেন নিজেও বলেছে যে সে Entrance ফেল্‌ বলে' তার স্ত্রী তাকে আদৌ ভালবাসে না!

ধরণী।—হতে পারে! কলিকালের মেয়ে ত!

সতীশ।—কলিকালের মেয়ে পুরুষের চেয়েও ভীষণ!

শরৎ।—আজকালকার মেয়ে ত মেয়ে নয়—যেন এক একটা ঘাগী!

ধরণী।—না—না! এক একটা ঢেকী—পুরুষের মাথা কুট্‌তে পারে!

(সকলের হাস্য)

সতীশ।—তা যাক্, এখন যাবে ত চল!

ধরণী।—আজ আর Clubএ যাব না! কাল Billiard খেল্‌তে খেল্‌তে রাত দুটো হ'য়ে গেছল—তবুও হুঁস্ ছিল না!

শরৎ।—আরে চল না—বাড়ীতে বসে

থাক্‌বে বৈত নয়!

সতীশ।—হ্যাঁ—হ্যাঁ! চল! চল! কাল আবার Clubএর Secretary Selection হবে!

(ধরণীর আল্‌না হইতে কাপড়, জামা পরিধানের পর সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

চতুর্থ দৃশ্য।

উর্ম্মিকার কক্ষ।

উর্ম্মিকা।

উর্ম্মিকা।—আমি ঠিক আবার তাকে সংসারে ফিরিয়ে আন্‌ব! আমি ত আর বোকা নই! যেমনি তার প্লিডারি ফন্দী—তেমনি আমার ঘোল খাওবার সন্ধি! তবে একেবারে প্লিডারি ছেড়ে যে লম্বা লম্বা চুল রেখে সন্ন্যাসী হবে এতটা আগে মনে করি'নি! ভেবেছিলুম রাগফাগ করে দু'একদিন থাক্‌বে! তা হোক্ সন্ন্যাসী—আমিও সন্ন্যাসী সাজ্‌তে জানি—কাশী যাচ্ছি!

শশীর প্রবেশ।

শশী।—দিদি, কাগজগুলো দেখেছ?

উর্ম্মিকা।—না, শশী, সব দেখ্‌তে পারিনি! কতকগুলি দেখিছি!

শশী। সংস্কৃতও দেখেছ ?

ঊর্ম্মিকা।—না শুধু ইংরিজী দেখে দিইছি!

শশী।—যে কাগজগুলো দেখ্‌তে বাকী আছে, সেগুলো না হয় কাল দেখে দিও!

ঊর্ম্মিকা।—কাল ত পার্‌ব না! আজ আমি কাশী যাব। যা হয়েছে তাই নিয়ে যাও! বাকীগুলো পণ্ডিত ম'শায় দেখে নেবে এখন!

শশী।—কাশী যাবে কেন ?

ঊর্ম্মিকা।—সেখানে আমার একটু দরকার আছে!

শশী।—যে কাগজগুলো দেখেছ, তাতে ত নম্বর দিতে ভুল হয় নি ?

ঊর্ম্মিকা।—না, আমি ঠিক নম্বর দিইছি!

শশী।—আচ্ছা! কাগজগুলো সব দাও, আমি পণ্ডিত ম'শায়ের কাছে নিয়ে যাই।

(কাগজ প্রদান ও তাহা লইয়া
শশীর প্রস্থান)

নির্ম্মলার প্রবেশ।

উর্ম্মিকা।—আমি তোমার কাছে যেতে পারি নি বলে—I feel much shame! তা তোমার ম্যারেজের (marrage) কিছু ঠিক্ ঠাক্ হল?

নির্ম্মলা।—না! এখনো কিছু ঠিক্ করতে পারি নি! তবে paperএ advertisement দিয়ে দিইছি!

উর্ম্মিকা।—"বিভীষিকায়" দিয়েছ!

নির্ম্মলা।—না, এখনো কোনো বাংলা কাগজে দিই নি।

উর্ম্মিকা।—ওঃ! দেবেন বাবু কি fatal accidentএ মারা গেলেন। Even the very thought of it is dreadful!

নির্ম্মলা।—গেছে ভাই, আপদ্ চুকে গেছে! দেখ্‌তে almost ridiculous ছিল—লোকের কাছে পরিচয় দিতে আমার কেমন বোধ হত!

উর্ম্মিকা।—এবার মনের সঙ্গে মিলিয়ে তবে কাজ করো!

নির্ম্মলা।—নিশ্চয়ই! বিভাস বাবু এখন কোথায়?

উর্ম্মিকা।—সে কাশী গেছে!

নির্ম্মলা।—কেন? এখানে প্লিডারি করা পোষাল না?

উর্ম্মিকা।—বলোনা! বলোনা! আর আমি must make him return!

নির্ম্মলা।—তুমিও আবার কাশী যাবে নাকি?

উর্ম্মিকা।—হ্যাঁ, কাশীতে যাব!

নির্ম্মলা।—কবে যাবে?

উর্ম্মিকা।—আজই যাব!

নির্ম্মলা।—তা'হ'লে ত আর বেশী time নেই! বেডিং ফেডিং সব ready করে রেখেছ!

উর্ম্মিকা।—Everything—ready!

নির্ম্মলা।—তা বেশ, তুমি যাও, এখন আমি উঠি! এলে আবার দেখা কর্‌ব! দু'চার দিনের মধ্যেই ফির্‌বে—কেমন?

ঊর্ম্মিকা।—হ্যাঁ—ঐ রকম!

নির্ম্মলা।—তাহলে let me bid you good bye!

ঊর্ম্মিকা।—Good bye!

(একদিকে নির্ম্মলার ও অন্যদিকে ঊর্ম্মিকার প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

পঞ্চম দৃশ্য।

কাশীর ঘাট।

কাল—সন্ধ্যা!

অদূরে চন্দ্রের ক্ষীণ আলো দেখা যাইতেছিল।

বিভাসের প্রবেশ।

বিভাস।—নাঃ! এখানে আর থাকা পোষায় কৈ! একা এক কোণে আর ক'দিন থাকা যায়! সঙ্গী নেই—সাথী নেই, যে দুদণ্ড বসে কথা বলি! সন্ন্যাসী হব—কিন্তু সংসারের টান যে যায় না! মাছ মাংস একেবারে ছাড়্‌তে হবে! শীতকালে হয় ত গাছের তলাতে বসেই সারাদিন কাটাতে হবে! এ যে বড় কঠিন! আবার বিতৃষ্ণাও যে তেমনি! বিয়ে কর্‌বার আগে মনে করেছিলুম যে, লেখাপড়া জানে, এমন মেয়ে না পেলে আর বিয়ে কর্‌ব না! কিন্তু এ যে দেখ্‌ছি

হিতে বিপরীত ঘট্‌ল! যদিবা লেখাপড়া জানা মেয়েকে বিয়ে কর্‌লেম—কিন্তু, এখন তার খরচ পোষায় কে? কেবল বিলাসিতার দিকে মন—এতে সংসার কর্‌বে কিসে! ভেবেছিলেম লেখাপড়া জানা মেয়েকে বিয়ে কর্‌লে—সংসার সুশৃঙ্খল ভাবে চল্‌বে! এখন দেখ্‌ছি ঠিক্ তার উল্টো! কি যে কর্‌ব এখনো তার কিছুই ঠিক্ কর্‌তে পার্লেম না! বাড়ী ফির্‌লেও তো স্বস্তি নেই! উর্ম্মিকার টীকা টিপ্পনিতে আমাকে আবার ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌বে! এ সময় কোনো বন্ধুর পরামর্শ পেলেও যে বাঁচ্‌তেম্! (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বাঞ্ছারামের বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তা।

বাঞ্ছারাম রোয়াকে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। রোয়াকের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ।

বাঞ্ছারাম।—বাঁচ্‌লেম্—বাঁচ্‌লেম্! যা হোক্ এক রকম করে ছেলেদের যে কাগজ ফিরিয়ে দিয়িছি—এই ঢের! আর ভাবনা কিসের?

ক্যাত্যায়ণীর প্রবেশ।

ক্যাত্যায়ণী।—পুরুষ হয়ে মেয়েলোক দিয়ে কাগজ দেখিয়ে নিতে লজ্জাও করে না!

বাঞ্ছারাম।—কোন্ মেয়েলোক দিয়ে আবার কাগজ দেখিয়ে নিলেম?

ক্যাত্যায়ণী।—কেন, বিভু উকিলের বউকে দিয়ে কাগজ দেখিয়ে নাও নি!

বাঞ্ছারাম।—তোকে এ কথা আবার কে বল্লে?

ক্যাত্যায়ণী।—তোমার ছাত্তর—শশী গো শশী!

বাঞ্ছারাম।—সে তোকে কেন একথা বল্‌তে যাবে—আর তোর সঙ্গে দেখাই বা হ'ল কি রকম?

ক্যাত্যায়ণী।—সে একবার কাগজ নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তোমাকে না দেখে ফিরে গেল! তখন আমি তার কাছ থেকে শুনেছিলুম্!

বাঞ্ছারাম।—দেখিয়ে নিয়িছি—এতে আর লজ্জা কি? আমাকে ত আর কেউ দেখ্‌তে পাইনি, যে মুখ্যু বল্‌বে!

ক্যাত্যায়ণী।—না, মুখ্যু বল্‌বে না, পণ্ডিত বল্‌বে! মেয়েলোক ইংরিজী শিখ্‌ল—আর তুমি পুরুষলোক হয়ে শিখ্‌তে পার্‌লে না!

বাঞ্ছারাম।—ইংরিজী শিখ্‌লে যে জাত

যাবে! মন্তর টন্তর যে সব অশুদ্ধ হবে!

ক্যাত্যায়ণী।—তবে পণ্ডিতি কর কেন?

বাঞ্ছারাম।—তা'হ'লে তোর ভাত যোগাত কে? আর তুই যদি বিভু উকিলের স্ত্রীর মতন একটু লেখাপড়া আর তার সঙ্গে—ম্যাঙ্গো গাছের লম্বা ব্র্যাঞ্চ, চিংড়ি ফিসের পাতলা জুস্, এই রকম এক আধটুকু ইংরিজী জান্‌তিস্—তা'হ'লে বড় কম মাসে পোণে একটাকাও তো ঘরে তুল্‌তে পারতিস্! কল্‌কেতায় এত মেয়েদের ইস্কুল, একটাতেও না হয় তোকে ঢুকিয়ে দিতেম! তোর ত আর পূজো টুজো কর্‌তে হয় না—সুতরাং ইংরিজী শিখ্‌তেও দোষ নেই!

ক্যাত্যায়ণী।—আর আমাকে ঢুকিয়ে কাজ নেই! নিজেরটা আগে সামলাও! ছি! ছি! একটু লজ্জা কর্‌ল না, আমি তাই ভাব!

বাঞ্ছারাম।—আমার সময় কোথায় যে দেখ্‌ব!

ক্যাত্যায়ণী।—আহা! সময় যেন আর নেই! কত কাজে ব্যস্ত! বলি তামাক খেতে তো সময় হয়!

বাঞ্ছারাম।—তুই যদি জান্‌তিস্‌, তা'হ'লে কি আর তুই আমায় ও কথা বল্‌তিস্‌! এই রাধা যেমন কেষ্টর প্রেমে মেতে গেছ্‌লেন—আমিও তেমনি তামাকের প্রেমে মত্ত!

গীত।

মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব!
(আমার) তামাক হেন গুণ নিধি
কারে দিয়ে যাব!
(কারে দিয়ে যাব)
(এমন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব)
না পোড়ায়ো হুকোর অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে!
(দেখো যেন অঙ্গ উননে পোড়ায়ো না গো)
(কোল্‌কে বিলাস করে আছে,
অঙ্গ জলে ভাসায়ো না গো)
ভাঙিলে তুলিয়ে রেখো বৈঠকের কোলে!

(তুলে রেখো গো,

রূপো দিয়ে বেধে রেখো গো)

হুকো নামের দুটি অক্ষর আমার অঙ্গে লিখো!

(পরশ হবে, কাল ত পরশ হবে)

(হুকো কাল, তামাক কাল, টীকে কাল)

কাল ত পরশ হবে)

কাল বড় ভালবাসি!

শিশুকাল হতে চিরকাল আমি

কাল বড় ভালবাসি!

আমার তামাক অনুগত দেহ

কাল ছাড়া করো না গো!

ক্যাত্যায়ণী।—আর অত রঙ্গ কর্‌তে হবে না!

(কাগজ হস্তে করিয়া একদল বালকের প্রবেশ ও সসব্যস্তে ক্যাত্যায়ণীর গৃহ মধ্যে প্রস্থান)

১ম বালক।—এই যে হে, পণ্ডিত ম'শায় আছেন!

বাঞ্ছারাম।—কি বাবা, কি মনে করে ?

২য় বালক।—পণ্ডিত ম'শায়, আমাদের marks ঠিক্ দেওয়া হয় নি !

৩য় বালক।—আমি যে সংস্কৃত থেকে ইংরিজী translation করেছি, মানের বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌লুম্, একটুও ভুল হয় নি—তবুও আপনি কেটেছেন !

বাঞ্ছারাম।—আর বাবা, কাল আমাকে বলো, দু'চার নম্বর বাড়িয়ে দোবো।

৪র্থ বালক।—দু'চার নম্বরে কি হবে পণ্ডিত ম'শায় ? আমাদের চাইতে কত খারাপ ছেলে বেশী নম্বর পেয়েছে—আর আমরা এত কম নম্বর পেয়েছি যে বাড়ীতে দেখাতে পাচ্ছি না !

৫ম বালক।—এই দেখুন, পণ্ডিত ম'শায়, আমি এখানে "তে স্বদেশং গতাঃ" লিখেছি আর আপনি "স্বদেশং" কেটে "স্বদেশে" করেছেন !

৬ষ্ঠ বালক।—আমিও পণ্ডিত ম'শায় "while living in Kanchannagar" লিখেছিলুম—আর আপনি কাঞ্চন নগরটা কেটে দিয়েছেন।

বাঞ্ছারাম।—যখন ইংরিজী কর্‌তে বলেছি তখন সবই ইংরিজী কর্‌বে। তুমি ত কাঞ্চন নগরের ইংরিজী প্রতি-শব্দ দাও নি!

৬ষ্ঠ বালক।—ওটা যে একটা গ্রামের নাম। ওটার ইংরিজী golden city কবলে যে ভুল হবে!

বাঞ্ছারাম।—ওর ইংরিজী না কর্‌লে নম্বর পাবে না। তা যাক্, এখন বাবা, গোলমাল করো না। ঘরের মধ্যে আমার ছোট মেয়েটি ঘুমিয়ে আছে, চেঁচামিঁচিতে আবার উঠে পড়্‌লে মহা মুস্কিল কর্‌বে!

১ম বালক।—তা পণ্ডিত ম'শায় আমাদের নম্বর বাড়িয়ে দেবার কি হবে?

বাঞ্ছারাম।—আচ্ছা, কাল আমি ঠিক্

করে দোবো! (কতিপয় বালকের প্রস্থান)

২য় বালক।—দেখ্‌বেন, পণ্ডিত ম'শায়, বাড়ীতে যেন না বকুনি খেতে হয়!

(সকলের প্রস্থান)

ক্যাত্যায়ণীর পুনঃ প্রবেশ।

ক্যাত্যায়ণী।—ছেলেরা এসে যে তোমায় পাগল করে তুলেছিল!

বাঞ্ছারাম।—আর বলিস্ না! বেটারা নম্বর পায়নি বলে বাড়ীতে এসে হুলুস্থূল ব্যাপার করে তুলেছিল! আর একটু হ'লে আমায় রাগিয়ে দিয়েছিল আর কি! নেহাৎ বাড়ীতে এসেছিল বলে, কিছু বল্‌তে পাল্লু'ম না! আর বেটারাও তেমনি নাছোড় বান্দা। —কিছুতেই ছাড়্‌বে না। শেষে ছোট মেয়ে ঘুমুচ্ছে, একটা মিথ্যে বলে বিদেয় কর্‌লেম্; তা না হ'লে আর যে উপায় ছিল না!

ক্যাত্যায়ণী।—ঐ আবার বুঝি আস্‌ছে!

(প্রস্থান)

বাঞ্ছারাম।—দাঁড়া! দাড়া! আমিও যাই! দরজা বন্ধ করিস নে! আবার বুঝি বেটারা আমায় বিরক্ত কর্‌তে আস্‌ছে! এবার আর দেখা দিচ্ছিনি! বেটারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মরুক্‌!

(শশব্যস্তে প্রস্থান ও ঘরের দরজা বন্ধ করণ)

সপ্তম দৃশ্য।

সপ্তম দৃশ্য।

কোরাস।

রঙ্গপট।

গীত।

আমরা—ভাট্‌পাড়া ফের্ত্তা ক'ভাই!
আমরা—পণ্ডিত দিগ্‌গজ সবাই!
তাই—অনুস্বরে আর বিসর্গের যোগে
কথা বলি মোরা সদাই!
আমরা—করি কেবল 'হ য ব র লং'
আবার—কথনো,—'চ ট ত ক পং'
তবে—যদি বা কোথাও বেঁধে বুঁধে যায়
টানি নস্য অবিরতং!
যদি—কিছু জিজ্ঞেস্ করে কেউ;
তখন—বেরোয় সূত্রের ঢেউ!
তবে—যদিও শ্বাস বন্ধ হয় তবু,—
মরিনি কখনো কেউ!

আমরা—বিদ্যার অদ্ভুদ্ চর্চ্চায়
আপন—উপাধি ফেলিছি কোথায়—
তাই—অলীক, 'তীর্থ'—'চুঞ্চু' নিয়ে
লাগাই নামের গায় !
মুখে—রাখিনি জঞ্জাল ঝোঁপ—
আমরা—কামাই দাড়ী ও গোঁফ ;
কারণ—পাছে যদি বিদ্যে থাকে হে লুকিয়ে,—
পাণ্ডিত্য হবে লোপ !
কিন্তু—মাথায় রেখিছি টীকি !
সদা—নাচাই ধীকি ধীকি !
কারণ—না করিলে পাছে মনে করে কেউ
আমরা অচল মেকী !

অষ্টম দৃশ্য।

অষ্টম দৃশ্য।

কাশী।

(সন্ন্যাসী বেশিনী ঊর্ম্মিকা ; বটবৃক্ষতলে বেদী জ্বালাইয়া ধ্যানে বসিয়াছিল।)

বিভাসের অলক্ষিত ভাবে প্রবেশ !

বিভাস।—নাঃ ! কারো পরামর্শ চাই না! ও সন্ন্যাসীই হব ! অমন বিদ্‌কুটে civilized স্ত্রীর সঙ্গে থাকা আমার আর পোষাবে না ! কিন্তু কাঁর শিষ্য হব ! ও রাম গোবিন্দ তুলসী নারায়ণ হংসজীকে গুরু করলে, আমাকে আর টিক্‌তে হবে না ! যেমন দেখ্‌লেম্‌—ও রাদ্দিনই, বোধ হয়, আমাকে গা হাত পা টিপ্‌তে হবে ! গুরু করব তাঁকে, যাঁর সঙ্গে ধর্ম্ম আলোচনা করতে পারব—যাঁর কাছে সদুপদেশ পাব ! তা না হলে, আর শিষ্য হওয়ার ফল কি ?

(হঠাৎ বিভাসের চক্ষু উর্ম্মিকার
উপরে পড়িল)

ইনি কে! সন্ন্যাসী না কি! কৈ! এখানে কতবার এসেছি—এঁকে ত কথনো দেখিনি! (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) আহা! কি সৌন্দর্য্যের প্রভা! এমন রাজপুত্রের মতন চেহার—ইনিও সন্ন্যাসী ধর্ম্ম অবলম্বী! আহা! যেন সাক্ষাৎ ভগবান্! এঁর শিষ্য হলে দোষ কি! কিন্তু করবেন কি না, কে জানে! একবার প্রণাম করি!

(প্রণাম করিতে উদ্যত হওন ও উর্ম্মিকা
তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গমন)

উর্ম্মিকা।—আমাকে প্রণাম দেবেন না!

বিভাস।—কি অপরাধ করেছি, দেব!

উর্ম্মিকা।—আমি সংসার ত্যাগী পুরুষের প্রণাম গ্রহণ করি না!

বিভাস।—কি রকম জান্‌লেন দেব, যে আমি সংসার ত্যাগী।

উর্ম্মিকা।—তবে আর আমি সন্ন্যাসী কিসে!

বিভাস।—বলুন দেব! আমি কি কর্‌লে নিষ্কৃতি পাই!

উর্ম্মিকা।—পুনরায় দেশে ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করুন!

বিভাস।—না, দেব! এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন! তার ওপর আমার স্পৃহা নাই—বিরক্ত হয়ে গেছি! কেবল রঙ্গ—তামাসা বৈ আর তার কোন কাজ নেই!

উর্ম্মিকা।—সংসার তা'হ'লে কি জন্যে? সংসারী আর সন্ন্যাসীর সঙ্গে তা'হ'লে কি প্রভেদ! যদ্দিন জীবন—তদ্দিন সংসারে থেকে আমোদ আহ্লাদ কর্‌বেন!

বিভাস।—আপনি সন্ন্যাসী—দেব! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য!

উর্ম্মিকা।—আপনি তা'হ'লে বাড়ী ফির্‌চেন?

বিভাস।—আপনার অনুমতি যখন!

উর্ম্মিকা।—নিশ্চয় যাবেন, তাহ'লে?

বিভাস।—অবশ্য যাব!

উর্ম্মিকা।—আপনি যথার্থ বল্‌চেন!

বিভাস।—ভগবান্ আপনি—আপনার নিকট কি মিথ্যে বল্‌তে সাহস হয়!

উর্ম্মিকা।—তবে আপনি আসুন!

(বিভাসের ধীরে ধীরে গমন)

(স্বগতঃ) তবে আর কেন! খুব ঘোল খাওয়িছি! এবার চিনিয়ে দেওয়া যাক্! (সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করিয়া উর্ম্মিকার নিজ বেশ ধারণ) (প্রকাশ্যে) একবার শুনুন্!

বিভাস।—(মুখ ফিরাইয়া) আমাকে বল্‌চেন্! কি অনুমতি হয় (নিকটে আসিয়া স্তম্ভিত ভাবে) অঁ্যা—অঁ্যা—এ কি! এ স্বপ্ন না কি।

উর্ম্মিকা।—ঠিক্ স্বপ্ন নয়—তবে স্বপ্নের কাছাকাছি বটে!

বিভাস।—আমি যে আর একটু হ'লে তোমার শিষ্য হতেম্! ওঃ! আমার ত ভয়ানক ভুল হয়েছিল! তা তোমায় আবার এ পরামর্শ কে দিলে?

উর্ম্মিকা।—কেন নিজে বুঝি আর আঁট্‌তে পারি নি!

বিভাস।—শেষে যে আমাকে গাঁজার যোগাড় কর্‌তে বলনি, এই আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি! যা' হোক্, অল্প বিস্তর কিছু করে নিলে আর কি?

উর্ম্মিকা।—অল্প-বিস্তর কি রকম।

বিভাস।—অর্থাৎ পুণ্য অল্প আর পাপ বিস্তর!

উর্ম্মিকা।—ইতি অল্প-বিস্তর! তা' পাপের ভাগটা আমার যদি বিস্তর হয়, তাহ'লে তুমি না হয় এখানে কিছু পুজো দিয়ে যাও!

বিভাস।—আমি দিলে ত আর তোমার পাপ কম্‌বে না!

উর্ম্মিকা।—কেন কম্‌বে না?

বিভাস।—কেন কম্‌বে?

উর্ম্মিকা।—তুমি যে আমার অর্দ্ধাঙ্গ!

বিভাস।—রেহাই দাও! রেহাই দাও! যখন সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়েও তোমার কাছ থেকে আমার নিস্তার নাই— তখন ঘরে থাকাও যা' বনে থাকাও তাই!

উর্ম্মিকা।—তা'হ'লে ঘরেই চল না— সেই ভাল!

যবনিকা পতন।